১৬

খাজনা

১৬·১ জমি কাকে বলে ?

(ক) সাধারণ ভাষায় জমি হল পৃথিবীর স্থলভাগের অংশ যেখানে মানুষ কৃষিকার্যের দ্বারা নানারকম শস্য উৎপাদন করে। বলা বাহুল্য এই জমি হল কৃষি জমি। অর্থনীতিতে জমি বলতে কৃষি জমি ছাড়াও খনিজ সম্পদ, দেশের নদী, সমুদ্র পাহাড়, বন সব কিছুকে বোঝায়। জমি হল, এমন একটি প্রাকৃতিক সম্পদ, যার যোগান সীমাবদ্ধ এবং যে সম্পদ মানুষের উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

(খ) খাজনা কাকে বলে—খাজনা হল জমি নামক উৎপাদন উপাদানের সেবার দাম। জমির কোন একজন মালিক থাকেন। সেই মালিক জমিকে উৎপাদন কাজে ব্যবহার করেন কিংবা অন্যকে ব্যবহার করতে দেন। অন্যকে ব্যবহার করতে দিলে, জমির মালিককে সাময়িকভাবে জমির মালিকানা পরিত্যাগ করতে হয়। অতএব খাজনা হল এই মালিকানা পরিত্যাগের পুরস্কার। জমি উৎপাদন কার্যে অংশ গ্রহণ করে উৎপাদনে সাহায্য করে বলে জমির মালিককে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। তাহলে আমরা বলতে পারি—খাজনা জমির দাম নয়। খাজনা হল জমি নামক সম্পদের সেবার দাম।

অন্যভাবে বলা যায়, জমি নামক উৎপাদনের উপাদান উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ দ্বারা দ্রব্যের উৎপাদনকে সম্ভব করে তোলে। জমির মালিক তাঁর জমির মালিকানা সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করে পরোক্ষভাবে এই উৎপাদন কার্যে অংশ গ্রহণ করে থাকেন এবং তার জন্য তিনি যে পুরস্কার পেয়ে থাকেন তাকেই খাজনা বলা হয়।

১৬·২· জমি ও খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডোর তত্ত্ব ঃ

(ক) ভূমিকা ঃ ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডেভিড্ রিকার্ডো প্রথম জমি ও খাজনা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। রিকার্ডোর সময়ে ইংল্যান্ডে জমিদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব বেশি ছিল। রিকার্ডো তাঁর খাজনাতত্ত্বে এই জমিদার শ্রেণীর মানুষদের ভূমিকা এবং তাঁদের আয়ের স্বরূপ নির্ণয় করেন। রিকার্ডোর এই খাজনাতত্ত্বটির একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই খাজনাতত্ত্বে রিকার্ডো দেখিয়েছিলেন যে, জমিদার শ্রেণীর মানুষেরা অনুপার্জিত আয় ভোগ করে থাকেন। কৃষিকার্যে জমির প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু জমি জমিদারের সৃষ্টি নয়। জমি প্রকৃতির দান। কাজেই জমির কোন উৎপাদন ব্যয় নেই। জমিদার জমির মালিক। কিন্তু এই মালিকানা ব্যয় শূন্য ব্যাপার। কাজেই জমির মালিক যে খাজনা পেয়ে থাকেন সেটা পুরোপুরি উদ্বৃত্ত। জমিদার শ্রেণীর মানুষেরা সমাজের পরজীবী বিশেষ। সরকার যদি কর চাপিয়ে সব খাজনা আদায় করে নেন, তাহলেও কৃষিকার্যেরকোন ক্ষতি হবে না, সমাজেরও কোন ক্ষতি হবে না। এইভাবে দেখলে বলা যায়—রিকার্ডোর তত্ত্বটি একটি বৈপ্লবিক তত্ত্ব।

(খ) রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব ঃ বিখ্যাত ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্ ডেভিড রিকার্ডো জমির খাজনা সম্পর্কে সর্বপ্রথম একটি বিস্তারিত তত্ত্ব প্রচার করেন। এই তত্ত্বটি রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ।

- রিকার্ডোর মতে, জমি হল মাটির আদিম ও অবিনশ্বর শক্তি (Original and

নীচের ছকে এই বিষয়টি দেখানো হয়েছে।

জমির শ্রেণী	ফসলের পরিমাণ	উৎপাদন ব্যয়	ফসলের দাম	মোট আয়	খাজনা বা উদ্বৃত্ত
A	১০০ একক	১০০ টাকা	৩ টাকা	৩০০ টাকা	২০০ টাকা
B	১০০ ,,	২০০ ,,	৩ ,,	৩০০ ,,	১০০ ,,
C	১০০ ,,	৩০০ ,,	৩ ,,	৩০০ ,,	০ ,,

এর থেকে বোঝা যায় যে, জমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্যের জন্য অধিক উর্বর জমিতে খাজনা হয়। সকল জমির উর্বরতা যদি সমান হয় তাহলে রিকার্ডোর মতে খাজনা হয় না।

(গ) রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের সমালোচনা ঃ আধুনিক অর্থনীতিতে রিকার্ডোর এই খাজনাতত্ত্বটির নানারকমভাবে সমালোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, রিকার্ডো জমির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে জমিকে অত্যন্ত সীমিত অর্থে ধরা হয়েছে। জমি বলতে তিনি কৃষি জমিকেই ধরেছেন। কিন্তু জমিতে বাড়ি-ঘর তৈরি করা যায়, কারখানা গড়ে তোলা যায়। জমি বহু প্রকার উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হতে পারে। আমরা বলতে পারি জমির বিকল্প ব্যবহার আছে। রিকার্ডোর সংজ্ঞা মতে কিন্তু জমির কোন বিকল্প ব্যবহার থাকে না।

দ্বিতীয়ত, জমির উর্বরতা শক্তি অবিনশ্বর বা আদিম কিছুই নয়। জমির উর্বরতা সার প্রয়োগে বৃদ্ধি পায়। সার প্রয়োগ না করে জমিতে বছরের পর বছর শস্য উৎপাদন করলে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। সার, সেচ প্রয়োগ করতে হলে জমির উপর শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করতে হয়। কাজেই জমিকে আদিম শক্তি বা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির দান বলা যায় না।

তৃতীয়ত, জমির উৎপাদন ব্যয় নেই একথাটি ঠিক নয়। জমিকে চাষের কাজে নিয়োগ করতে হলে জমিকে সমতল করতে হয়, বেড়া দিতে হয়, সেচের ব্যবস্থা করতে হয় এবং এসবের জন্য শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করতে হয়। জমির মালিক যখন জমিকে উৎপাদন কার্যে নিয়োগ করেন এবং তার জন্য যে খাজনা পেয়ে থাকেন তার সম্পূর্ণটি উদ্বৃত্ত নয়। অর্থাৎ জমির উৎপাদন ব্যয় আছে এবং খাজনাও পুরোপুরি উদ্বৃত্ত নয়।

চতুর্থত, জমিদারের কোন সামাজিক ভূমিকা নেই, জমিদার উত্তরাধিকারসূত্রে জমির মালিকানা ভোগ করেন এবং সেই মালিকানা পরিত্যাগ করার জন্য যে খাজনা পেয়ে থাকেন তা সম্পূর্ণ অনুপার্জিত আয়—একথাও ঠিক নয়।

জমি যদি প্রাকৃতিক সম্পদ হয় এবং জমিদারের আয়কে যদি অনুপার্জিত আয় বলা হয় তাহলে শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শ্রমিকের আয়কেও অনুপার্জিত আয় বলতে হয়। মূলধনের মালিক যে সুদ পান তাকেও তো অনুপার্জিত আয় বলতে হয়। মুনাফাও তাহলে অনুপার্জিত আয়। গভীর অর্থে মানুষ প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে কোন আয় উপার্জন করতে পারে না।

পঞ্চমত, অনুপার্জিত আয়ের মালিককে যদি উদ্বৃত্তভোগী সামাজিক পরজীবী বলা হয়, তাহলে সমাজের প্রায় সকেলই কোন-না-কোনভাবে পরজীবী।

ষষ্ঠত, জমির উর্বরতার পার্থক্যের জন্যই খাজনার উদ্ভব হয়—একথাও ঠিক নয়। সব জমির উর্বরতা সমান হলেও খাজনার উদ্ভব হতে পারে। অধ্যাপক মার্শালের মতে খাজনার উদ্ভবের কারণ হল জমির দুষ্প্রাপ্যতা।

১৬·৩· মার্শালের খাজনাতত্ত্ব ঃ

(ক) ভূমিকা ঃ অধ্যাপক মার্শাল রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বলা

Indestructible power of the soil)। মাটির এই শক্তি বীজকে অঙ্কুরিত করে, চারা গাছকে বাড়িয়ে তোলে এবং তার ফুল ও ফল হতে সাহায্য করে। রিকার্ডোর মতে, জমির এই উর্বরতা শক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক শক্তি। মানুষ উর্বরতা শক্তি সৃষ্টি করতে পারে না, তাকে ধ্বংস করতেও পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, রিকার্ডো মনে করতেন যে, মাটির উর্বরতা শক্তি সকল জমির ক্ষেত্রে সমান নয়। কোন জমি খুব বেশি উর্বর, কোন জমির উর্বরতা কম, আবার কোন জমি অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের। অর্থাৎ, রিকার্ডোর মতে, জমির উর্বরতার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ, রিকার্ডোর মতে, জমির কোন বিকল্প ব্যবহার থাকে না, যার জন্য চাষের কাজে জমি ব্যবহার করতে হলে জমির কোন স্থানান্তর ব্যয় থাকে না।

চতুর্থতঃ, জমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্য থাকায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন জমিতে উৎপাদনের ব্যয় বিভিন্ন হয়। সাধারণতঃ বেশি উর্বর জমিতে এই ব্যয় বেশি হয়। এই অবস্থায় অধিক উর্বরতাসম্পন্ন জমিতে ফসল উৎপাদন ও বিক্রয় করে যে মোট আয় পাওয়া যায় সেই আয় থেকে উৎপাদনের ব্যয় বাদ দিলে কিছু উদ্বৃত্ত বা খাজনা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ রিকার্ডোর মতে, খাজনা হল একপ্রকার উদ্বৃত্ত, জমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্যের জন্য যে উদ্বৃত্তের উদ্ভব ঘটে। এইজন্য খাজনাকে তিনি পার্থক্যজনিত উদ্বৃত্ত (Differential Surplus) বলেছেন।

পঞ্চমতঃ, রিকার্ডোর মতে জমিতে যে খাজনা সৃষ্টি হয় সেই খাজনা ভোগ করেন জমিদারগণ। কিন্তু তাঁরা ফসল উৎপাদনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেন না। তাঁরা জমি নামক একটি প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বা মালিকানা সৃষ্টি করেন এবং এর দ্বারা জমির যোগানকে সীমাবদ্ধ করে তোলেন। খাজনা হল জমি নামক একটি প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যক্তিগত অধিকারে সংকুচিত করার পুরস্কার। জমিদার যেহেতু ফসল চাষের জন্য কোন পরিশ্রম করেন না, সেজন্য জমির খাজনাকে তিনি জমিদারদের অনুপার্জিত উদ্বৃত্ত (Unearned Surplus) বলেছেন।

যাই হোক, জমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্যের জন্য কীভাবে খাজনার উদ্ভব হয় সেই বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যায়। ধরা যাক্ কোন স্থানে A, B ও C নামক তিন প্রকার জমি আছে। A জমি সবচেয়ে বেশি উর্বর, B জমির উর্বরতা তার চেয়ে কম এবং C জমির উর্বরতা B জমির উর্বরতার চেয়ে কম। ধরা যাক্, এই তিন প্রকার জমিতে ১০০ একক করে ফসল উৎপন্ন হয় এবং তার জন্য মোট ব্যয় হয় A জমিতে ১০০ টাকা, B জমিতে ২০০ টাকা এবং C জমিতে ৩০০ টাকা। C জমি যদি চাষ করতে হয় তাহলে ১০০ একক ফসল বিক্রয় করে মোট আয় কমপক্ষে ৩০০ টাকা হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ ফসলের দাম প্রতি এককের জন্য ৩ টাকা না হলে C জমিতে চাষ হয় না। এর ফলে দেশে খাদ্যশস্যের অভাব দেখা দিতে পারে। ফসলের দাম প্রতি একক ৩ টাকা হলে সেই দামে ফসল বিক্রয় করে প্রত্যেক জমিতে ৩০০ টাকা মোট আয় হবে। মোট আয় থেকে ফসলের মোট ব্যয় বাদ দিলে A জমিতে ২০০ টাকা, B জমিতে ১০০ টাকা উদ্বৃত্ত বা খাজনা সৃষ্টি হবে। C জমিতে কোন উদ্বৃত্ত বা খাজনা হবে না। এখানে C হল খাজনাবিহীন জমি (No-rent land)।